225410 - শাইখ ফকীহ মোল্লা আলী আল-ক্বারী (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী কে? তিনি কি নির্ভরযোগ্য, তাঁর থেকে কি ইলম গ্রহণ করা যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

তাঁর নাম হচ্ছে- আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ। উপনাম- আবুল হাসান। উপাধি- নুরুদ্দীন। তিনি একাধারে ফিকাহবিদ, মুহাদ্দিস ও ক্বারী। বাসস্থানের বিবেচনা থেকে তাঁকে হারাবি ও মক্কী বলা হয়। তিনি 'মোল্লা আলী ক্বারী' নামে সুপরিচিত।

তাঁকে ক্বারী উপাধি দেয়া হয়েছে; যেহেতু কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। খোরাসানের প্রধান শহর 'হারাত' এর বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে 'হারাবী' বলা হয়। খোরাসান বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁকে মক্কী বলা হয় যেহেতু তিনি মক্কায় সফর করেছেন, মক্কার আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেছেন।

তিনি ৯৩০ হিজরি সালের দিকে 'হারাত' শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেখানেই বড় হয়েছেন, ইলম অর্জন করেছেন, কুরআন শরিফ মুখস্থ করেছেন। তিনি শাইখ মঈন উদ্দীন বিন হাফেয যাইন উদ্দীন আল-হারাবী এর নিকট তাজবিদ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি সমকালীন আলেমগণের নিকট ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। এরপর তিনি মক্কায় চলে আসেন। মক্কাতে থেকে সেখানকার আলেমগণের নিকট দীর্ঘ মেয়াদে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। এভাবে ইলম অর্জনের মাধ্যমে মশহুর আলেমে পরিণত হন। তিনি হানাফি মাযহাবের আলেম ছিলেন। তার গ্রন্থাবলি ও জীবনী থেকে সেটাই জানা যায়। হানাফি মাযহাবের অনেক মাসয়ালা নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং এ মাযহাবের পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তিনি দ্বীনদার, তাকওয়াবান ও সুচরিত্রের অধিকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে খেতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়ার বিরাগী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও অল্পে তুষ্ট একজন ব্যক্তি।

মানুষরে সাথে কম মশিতনে। ইবাদত-বন্দগীতে মশগুল থাকতনে। সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি বছর একটি করে কুরআন শরফি লখিতনে। লখিতি কুরআন শরফিরে পার্শ্বটীকাতে ক্বরিাআত ও তাফসরি লখিতনে। সটেি বক্রি করে যা পতেনে তা দয়িে তাঁর বছর চলে যতে।

তনি মিনে করতনে শাসকদরে নকিটবর্তী হওয়া এবং তাদরে উপঢৌকন গ্রহণ করা ইখলাস ও তাকওয়ার পরপিন্থী। তনি বিলতনে: "আল্লাহ আমার পতিার প্রতি রিহম করুন। তনি বিলতনে: আমি চাই না যে, তুমি আলমে হও; এই আশংকায় যে, তুমি আমীর-ওমরাদরে দরজায় ধরনা দবি।" [মরিকাতুল মাফাতীহ (১/৩৩১)]

ইলম, আমল ও নকেীর কাজে ভরপুর জীবন কাটয়িে তনি ১০১৬ হজিরীতে মতান্তরে ১০১০ হজিরীতে মক্কাতে মৃত্যুবরণ করনে। তবে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তনি ১০১৪ হজিরীতে মৃত্যুবরণ করনে এবং মুয়াল্লা নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর শক্ষিকদরে মধ্যে রয়ছেনে-

- ইবনে হাজার আল-হাইছামী আল-ফকীহ
- আলী মুত্তাকি আল-হন্দিি
- আতয়্যিা বনি আলী আল-সুলামি
- মুহাম্মদ সাঈদ আল-হানাফি আল-খোরোসানি
- আব্দুল্লাহ আল-সন্দিি
- কুতুবুদ্দনি আল-মাক্কী

তাঁর প্রসদ্ধি ছাত্রদরে মধ্যে রয়ছেনে-

- আব্দুল কাদরে আল-তাবারী
- আব্দুর রহমান আল-মুরশদিি

- মুহাম্মদ বনি ফার্রুখ আল-মাওরাবী

লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন:

আল-হামাবি 'খুলাসাতুল আছার' গ্রন্থ (৩/১৮৫) এ বলেন:

"তিনি ইলমের কর্ণধার, যুগের অনন্য, মতামত বিচার-বিশ্লেষণে অতুলনীয়, তাঁর প্রসিদ্ধি তাঁর গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।"

আল-ইসামি 'সামতুন নুজুম' গ্রন্থ (৪/৪০২) এ বলেন:

"আকলি ও নকলি (বর্ণনানির্ভর ও যুক্তিনির্ভর) উভয় জ্ঞানের ভান্ডার। হাদিসে রাসূলের পূর্ণ সুধা পানকারী। মুখস্থ শক্তি ও বোধশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ও নামকরা একজন ব্যক্তিত্ব।"

লাখনাবি তাঁর 'আত-তালিক আল-মুমাজ্জাদ' গ্রন্থে বলেন:

"অত্যুজ্জ্বল ইলম ও স্বনামধন্য মর্যাদার অধিকারী"

এরপর তিনি তাঁর লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ উল্লেখ করে বলেন:

এগুলো ছাড়াও তাঁর লিখিত আরও অগণিত পুস্তিকা রয়েছে; সবগুলো মূল্যবান।

নোমানী তার 'আল-বিজাতুল মুযজাত' নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৩০) এ বলেন:

"তিনি ছিলেন সমকালীন আলেমদের মধ্যে সেরা। প্রসিদ্ধ ইমাম, মহান আল্লামা। আকলি ও নকলি অনেক জ্ঞানের আধার ছিলেন তিনি। হাদিস, তাফসির, ক্বিরাআত, উসুলে ফিকহ, আরবী ভাষা, ভাষাবিজ্ঞান ও বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।"।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) কে তিনি যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের দুজনের উপর আরোপিত অভিযোগগুলো তিনি খণ্ডন করতেন এবং তাঁদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন। তাঁর গ্রন্থাবলির অনেক স্থানে তিনি সলফে সালেহিনের আকিদা সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থাবলির কিছু কিছু স্থানে সলফে সালেহিনের 'মানহাজ' (নীতি) এর পরিপন্থী বিষয় পাওয়া যায়। সেসব ক্ষেত্রে তিনি হানাফি-মাতুরিদি আলেমগণের মাযহাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আল্লাহর গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সলফে সালেহিনদের পরবর্তী আলেমদের নীতি গ্রহণ করেছেন অথবা

আল্লাহর গুণাবলকিে ভনি্নার্থে ব্যাখ্যা করার নীতরি অনুসারী ছলিনে। জনেে রাখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য সবার মধ্যে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় উভয় দকি থাকবে ।

দখেুন: আস-শামস আল-আফগানি লখিতি 'আল-মাতুরদিয়্যিা' (১/৩৫০), (১/৫৩৭-৩৪০)।

তাঁর প্রসদি্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছ-ে

- তাফসরিুল কুরআন
- মরিকাতুল মাফাতহি
- শারহু নুখবাতুল ফকিার
- আল-ফুসুল আল-মুহম্মিাহ
- শারহু মুশকলিাতুল মুয়াত্তা
- বদিাআতুস সালকি
- শারহুল হসিনলি হাসনি
- শারহুল আরবায়নি নাবাবয়্যিা
- জাওউল মাআলি
- শাম্মুল আওয়ারদি ফি যাম্মরি রাওয়াফযে
- ফাইযুল মুয়নি
- রসিালা ফরি্ রাদ্দ আলা ইবনে আরাবি ফি কতিাবহিি আল-ফুসুস ওয়া আলাল কায়লিনিা বলি হুলুল ওয়াল ইত্তহিাদ

এছাড়াও আরও অনকে গ্রন্থ।

আরও জানতে দখেুন:

- যরিকিলি এর 'আল-আলাম' (৫/১২-১৩)

- কান্দালাবি এর 'আত-তালকি আস-সাবহি আল মশিকাতলি মাসাবহি' (পৃষ্ঠা-৬)

- লাখনাবি এর 'আত-তালকিাত আস-সানয়্যািহ' (পৃষ্ঠা ৮-৯)

- মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আল-শামা এর 'আল-মোল্লা আলী আল-ক্বারি ফিহিরসি মুআল্লাফাতহিি ওয়ামা কুতবিা আনহু

আল্লাহই ভাল জাননে।